সংবাদ

তারিখ ... SEP 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

### বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

# ১৫ বছরেও পদোন্নতি নীতিমালা হয়নি

● কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৫ বছরেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির নীতিমালা হয়নি। এমনকি নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ও পছন্দের লোকদের দলীয় এবং ব্যক্তিগত বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পদোন্নতির নীতিমালা না থাকায় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেউ কেউ চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চাকরি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। যারা চাকরিতে বহাল থাকছেন তাদের মধ্যেও হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানায়, ১৯৯৮ সালে জাতির পিতার নামে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তৎকালীন প্রতিষ্ঠাতা ভিসি প্রফেসর ডা. এমএ কাদেরী পদোন্নতির নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি পদোন্নতির বিষয়ে একটি আদেশও জারি করেন। সে আদেশে দুই পদোন্নতি : পৃষ্ঠা : ২ক : ১

## পদোন্নতি : নীতিমালা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বছর চাকরি করার পর প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সেকশন অফিসারসহ অন্য পদের কর্মকর্তাদের অটো প্রমোশন হওয়ার একটি বিধানও ছিল। পরবর্তীতে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে আদেশ আর কার্যকর হয়নি। বরং বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দলীয় বিবেচনা ছাড়াও বিভিন্ন পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। ৮ বছর ধরে বিএনপি আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদের কোন পদোন্নতি হয়নি। অভিযোগ তারা বিএনপি আমলে চাকরি পেয়েছেন। এদিকে পদোন্নতি নীতিমালা না হওয়ায় মহাজোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে ২-৩ জন চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। [illegible]

সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালার ভিত্তিতে তারা পদোন্নতির দাবি জানিয়ে আসছেন। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রণয়নের একটি নীতিমালা কমিটি গঠন করা হয় বলে সূত্রে জানা গেছে। এই কমিটি দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই নীতিমালা মহাজোট সরকারের আমলে আবার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অনুমোদনের জন্য প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে জমা দেয়া হয় কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটি আলোর মুখ দেখেনি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র আরও জানায়, পদোন্নতি নীতিমালা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। আগামী নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। পদোন্নতি বঞ্চিতদের মধ্যে অনেকে আওয়ামী লীগ ছাড়াও মহাজোট শরিকদের অন্য সংগঠন ও বাম সংগঠনের পরিবারের সদস্য রয়েছেন। সম্প্রতি তাদের এই ক্ষোভের বিষয়টি জানতে পেরে গত ১৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে পদোন্নতি নীতিমালা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই সভায় আবার নতুন করে পদোন্নতি নীতিমালা নিয়ে রিভিউ কমিটি গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। আগামী সিন্ডিকেট সভায় রিভিউ কমিটি এই বিষয়ে নিয়ে তাদের পর্যালোচনা উত্থাপন করবে। এভাবে বিভিন্ন সরকারের সময় পদোন্নতি নীতিমালা কালক্ষেপণ করা হচ্ছে। এর ফলে যেকোন সময় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। ফলে ৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন নীতিমালা নেই। তবে কনসালটেন্ট, সহকারী, সহযোগী অধ্যাপকদের পদোন্নতি বিএনপি আমলে হয়েছে। এই আমলে একই কায়দায় চলছে।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও স্বাচিপ নেতা অধ্যাপক ডা. জাকারিয়া স্বপন জানান, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটাই নীতিমালা ছিল। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা সেই নীতিমালা মানেনি। ক্ষমতায় থাকাকালে তারা তাদের খেয়ালখুশি মতোই কাজ করেছে। মহাজোট সরকারের গত সাড়ে ৪ বছরে বিএনপির দুইশ'র মতো শিক্ষককে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বরং বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়নি।

প্রক্টর আরও জানান, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির বিষয়ে ২০১০ সালের মাঝামাঝিতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা গত ৩ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি। সম্প্রতি সিন্ডিকেটের এক সভায় সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে একটি রিভিউ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মহাজোট সরকারের আমলে কেন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি নীতিমালা বাস্তবায়ন হয়নি।